দৈনিক খবর

১৮

তারিখ 05 JUL 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

৩৬

দৈনিক খবর

ঢাকা, বুধবার, ২১শে আষাঢ়, ১৩৯৬ বাংলা

বঞ্চিত শিশুদের প্রতি দায়িত্ব

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেছেন, সমাজের দুঃস্থ এবং সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত শিশুদের জন্য সরকার ও সমাজের সচ্ছল লোকদের দায়িত্ব আছে। তিনি দুঃস্থ শিশুদের শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, শিক্ষা তাদের জীবনকে অর্থবহ করে তুলবে। প্রেসিডেন্ট শিশুদেরকে স্বাস্থ্যবিষয়ক শিক্ষা দান এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। জীবন সংগ্রামেরত দুঃস্থ শিশুদের জন্য পথকলি ট্রাস্ট গঠন অনুমোদন উপলক্ষে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে প্রেসিডেন্ট এরশাদ গত রোববার উপরোক্ত কথা বলেন।

দুঃস্থ ও বঞ্চিত শিশুদের প্রতি রাষ্ট্র ও সমাজের দায়িত্ব প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট এরশাদ যে কথা বলেছেন তার গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করা প্রয়োজন। বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আমাদের দেশে দুঃস্থ শিশুদের সংখ্যা প্রতিবছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। জীবন ধারণের ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত অসংখ্য শিশু মানবেতর জীবন-যাপন করছে। লেখাপড়া শিখে মানুষ হওয়া দূরের কথা, ভরণ-পোষণের অভাবে অসংখ্য শিশুকে কায়িক পরিশ্রম পর্যন্ত করতে হয়। যার জন্য আমাদের দেশে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা আশংকাজনকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। পাথর ভাঙ্গার মতো কঠোর পরিশ্রমের কাজও এইসব দুঃস্থ শিশুদের করতে হচ্ছে। বিভিন্ন শহরের রাজপথে শিশু শ্রমিকদের ইট ভাঙ্গার কাজ করতে দেখা যায়। আগে এ ধরনের দৃশ্য কখনও চোখে পড়তো না, কিন্তু গত কয়েক বছর যাবৎ অসংখ্য দুঃস্থ শিশুকে ইট ভাঙ্গার মতো কঠিন পরিশ্রমের কাজ করতে দেখা যাচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে জীবিকার সুযোগ সংকুচিত হয়ে পড়ায় অনেক ছিন্নমূল পরিবার জীবিকান্বেষণের তাগিদে গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসছে। এ জন্য শহরের বিভিন্ন জায়গায় দুঃস্থ মানুষের ঝুপড়ি গড়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে। এইসব ঝুপড়ির সংখ্যা ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর সেই সাথে বেড়ে চলেছে ঝুপড়িতে বসবাসকারী দুঃস্থ মাতা ও শিশুদের সংখ্যা। মায়েরা বিভিন্ন বাসায় ঠিকা ঝি'র কাজ করে; যখন কাজ না পায় তখন ভিক্ষে করে বেড়ায়। এদের ছেলে-মেয়েরা অধিকাংশই পথে-ঘাটে ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়ায়। অনেকে ক্ষুন্নিবৃত্তির তাগিদে শহরের পথে পথে ঘুরে ছেঁড়া কাগজ, শুকনো পাতা ইত্যাদি সংগ্রহ করে বেড়ায়। আবার অনেককে কঠিন পরিশ্রমের কাজ করতেও দেখা যায়। এইসব দুঃস্থ শিশুরা শিক্ষা, চিকিৎসা, আশ্রয় ইত্যাদি জীবন ধারণের ন্যূনতম সুযোগ থেকে বঞ্চিত। সচ্ছল পরিবারের সন্তানরা যে সময় বই-খাতা নিয়ে স্কুলে যায়, দুঃস্থ শিশুরা সে সময় রাস্তায় ময়লা ঘেঁটে ছেঁড়া কাগজ বা অন্য কিছু সংগ্রহ কিংবা ইট ভাঙ্গার কঠিন কাজ করে। হয়তো পেটে ক্ষুধা নিয়েই তারা সকালে ঘুম থেকে জাগে এবং ক্ষুন্নিবৃত্তির আর কোনো বিকল্প পথ না পেয়ে অবশেষে কঠিন পরিশ্রমের পথে পা বাড়ায়। এইসব শিশু শ্রমিকরা অনেকে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে বিনাচিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করে। দারিদ্র্যের যাতনায় ক্লিষ্ট কত শিশুর জীবন যে অকালে ঝরে পড়ছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই।

দুঃস্থ শিশুরা এ দেশেরই সন্তান, তাই এদের প্রতি রাষ্ট্র ও সমাজের দায়িত্ব রয়েছে। প্রেসিডেন্ট এরশাদ এই দায়িত্বের কথাই সকলকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কারণ সরকারের একক প্রচেষ্টায় এইসব অসংখ্য ভাগ্যহীন শিশুর ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভবপর নয়। সমাজের বিত্তবান শ্রেণীকেও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে। দুঃস্থ মানুষের কল্যাণে বিত্তবান শ্রেণীকে কিছুটা স্বার্থ ত্যাগ করতে হবে। প্রেসিডেন্ট এরশাদ এই স্বার্থ ত্যাগের প্রয়োজনীয়তার ওপর ইঙ্গিত দিয়েছেন। বিত্তবান লোকেরা তাদের উপার্জনের একটা অংশ দুঃস্থ শিশুদের কল্যাণে ব্যয় করলে গ্রামে-গঞ্জে অন্ততঃ কিছুসংখ্যক ভাগ্যহীন শিশুর ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটতে পারে। তারা লেখাপড়া শেখার সুযোগ পাবে। তাই সরকার এবং বিত্তবান শ্রেণীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশের দুঃস্থ শিশুদের কল্যাণের পথ সুগম হবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।